Vol. 43 | No. 3 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালনের গানের পাঠ-সমীক্ষা

Volume	43
Issue	3
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	June 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v43i3.405
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i3.405
Pages	১-১০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ় ১৪০৭ - জুন ২০০০ (প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০১)

Check for updates

লালনের গানের পাঠ-সমীক্ষা

ওয়াকিল আহমদ*

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর লালন শাহ কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আস্তানায় মৃত্যুবরণ করেন। ৩১ অক্টোবর *হিতকরী* পত্রিকায় 'মহাত্মা লালন ফকির' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে লালনের জীবন ও ধর্মমত সম্পর্কিত আলোচনা প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। এতে লালনের রচিত একটি গান ('সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে') সংকলিত হয়। তখন থেকে শুরু করে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত লালনের জীবন, গান, ধর্মমত, তত্ত্ব-দর্শন, বাউল সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণা হয়েছে। লালন প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁর গানগুলো মূলত সুরের কাঠামোতে রচিত হলেও বাণী-প্রধান হওয়ায় সাহিত্যরসেরও আধেয় রূপে পরিগণিত হয়। বাংলা গানের প্রধানত এটাই বৈশিষ্ট্য। লালন বাউল ধর্মমত কাব্যিক ভাষায় উপস্থাপনা করেছেন। এ-কারণে চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ ইত্যাদির অনুরূপ বাউল গানও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে লালনের জীবনী ও গান গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়ে আসছে।

লালন সম্ভবত অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না। উনিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও তাঁর হস্তলিখিত কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তাঁর শিষ্যদের হস্তলিখিত দুটি গানের খাতা পাওয়া গেছে। তাও অজস্র ভুলে ভরা; পুঁথির মতো টানা লেখা, বাম দিক থেকে পড়তে হয়। অর্থাৎ শিষ্যরাও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না। লালন মুখে মুখে গান রচনা করে নিজেই গাইতেন। শিষ্যরা সে গান শুনে ও গেয়ে স্মৃতিতে ধারণ করতেন।

লালন রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা আজও সন্তোষজনকভাবে নির্ণীত হয়নি; ভবিষ্যতেও নির্ণয় করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। লালনের মৃত্যুর পর থেকে যেসব গান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে, সেসব একত্র করে লালনের গানের একটা পরিসংখ্যান দাঁড় করানো যায়। শ্রুতি ও স্মৃতি-নির্ভর গানগুলোর কোনটি মৌলিক, কোনটি মৌলিক নয়, তা যাচাই করে দেখা হয় নি। মৌখিক ধারার রচনা স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং লালনের গানের শুধু পরিসংখ্যান নয়, মৌলিক পাঠ নির্ণয় করাও এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। একই গানের একাধিক পাঠ একত্রে বিবেচনায় এনে ডায়াক্রনিক ও সিনক্রনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে 'আর্কিটাইপ' বা আদি পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব। সাহিত্যের পরিভাষায় একে 'কম্পোজিট টেক্সট'ও বলা হয়। মধ্যযুগের শিক্ষিত কবির কাব্যের একাধিক পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে এরূপ মূল পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়।

লালনের গানের সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, উপেন্দ্রনাথ

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, মতিলাল দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের গবেষকগণ লালন-গীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন। এতে দু-একজন ছাড়া অন্য অনেকের সংগ্রহ নির্ভরযোগ্য নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয় নি বলে অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে পাঠকসমাজ বিভ্রান্ত হন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানত বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সংগৃহীত গানগুলোকে বিবেচনায় এনে লালনের গানের মূল পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রবাসী* পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে 'লালন ফকিরের গান' শিরোনামে ১৩২২ সনের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় যথাক্রমে ৬, ৩, ৫ ও ৬ মোট ২০টি গান প্রকাশ করেন। এর দু বছর আগে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ কোথায় কার কাছ থেকে কখন গানগুলো সংগ্রহ করেন, সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। অথচ লোককবির গান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এসব তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তবু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের গুরুত্ব বিবেচনা করে দু-একটি গান নিয়ে আলোচনা করতে চাই। অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত পরমাত্মা বিষয়ক একটি গান এরূপ :

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
আজ কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তার মাঝে অ-ধর চাঁদের আভা।
ও সে চাঁদের বাজার দেখে ঘূর্ণি লাগে,
দেখিস, দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা॥
চাঁদের গাছ চাঁদের ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়।
একবার দৃষ্টি করে দেখি, ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা॥[১]

গানটিতে ভনিতা নেই। লালনের গানে সাধারণত আভোগে ভনিতা থাকে। এখানে এই স্তবকটি অনুপস্থিত। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কিভাবে এড়িয়ে গেল, তা বলা যায় না। পত্রিকায় মুদ্রণকালে লোপ পেয়ে থাকলে পরবর্তী সংখ্যায় তার সংশোধনী থাকতো। আমরা ধরে নিচ্ছি, তথ্য-দাতা ভুলটি করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কবি কর্তৃক সংগৃহীত ও 'রবীন্দ্র-সদনে' সংরক্ষিত লালনের গানের যে-দুটি হস্তলিখিত খাতা আছে, তাতে ঐ গানটি (খাতা-১/ গান-২৮) পূর্ণাঙ্গ আকারেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। বানান শুদ্ধ করে গানটি উল্লেখ করা হল :

চাঁদ আছে চান্দে ঘেরা।
আজ কেমন করে সেথায় ধরবি গো তোরা॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা
তাহার মাঝে অধর চান্দরি আভা।
একবার দৃষ্টি করে দেখি

ঠিক থাকে গো আঁখি
রূপের কিরণে চমকে পারা॥
রূপের গাছে ফল ধরেছে তায়
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়।
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরানি লেগে
দেখিস, দেখিস পাছে হোসনে জ্ঞানহারা॥
আলেক নামে সহর আজব কুদরতি
রেতে উদয় ভানু দিবসে বাতি।
যে জন আলের খবর জানে
দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে সে চাঁদ দেখেছে তারা॥[২]

পার্থক্যটা এভাবে এসেছে —

১. *প্রবাসী*তে প্রকাশিত গানের অন্তরার শেষ চরণ (দেখিস, দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা) এবং সঞ্চারীর শেষ চরণ (রূপের কিরণে চমকে পারা) খাতায় লিপিবদ্ধ গানের অন্তরা-সঞ্চারীর শেষ চরণ রূপে স্থান-বদল হয়েছে।

২. "একবার দৃষ্টি করে দেখি/ঠিক থাকে গো আঁখি" প্রথম গানের সঞ্চারীর প্রসারিত চরণ দুটি দ্বিতীয় গানের অন্তরার ঐরূপ প্রসারিত চরণ হয়েছে।

৩. সঞ্চারীর 'চাঁদের গাছ' ও 'রূপের গাছে' — এরূপ কথান্তর আছে।

৪. আভোগের পুরো স্তবকটি প্রথম গানে অনুপস্থিত। এখানে লালনের ভনিতা আছে।

সনৎকুমার মিত্র রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার গানগুলো সম্পাদনা করে *লালন ফকির : কবি ও কাব্য* (১৩৮৬) গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি আলোচনা অংশে বলেছেন যে, ১নং খাতার ২৮নং সম্বলিত ঐ গানে লালনের ভনিতা নেই। (ঐ, পৃ. ৯১)। তাঁর মতো চৌকস গবেষক এ ভুলটি কিভাবে করলেন, তা ভাবা যায় না।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (১৩৬৪) গ্রন্থেও গানটি সংকলিত হয়েছে। এতে ভনিতা নেই, তবে সামান্য কথান্তর আছে। ধুয়ার দ্বিতীয় চরণ "ওরে কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা" এবং অন্তরার তৃতীয় চরণ "ও সে চাঁদের বাজার দেখে ঘূর্ণি লাগে"- এভাবে লিখিত হয়েছে।

মতিলাল দাস ও পীযুষকান্তি মহাপাত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *লালন গীতিকা* (১৯৫৮) গ্রন্থে গানটি ভনিতাসহ সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার গানের সাথে এটি প্রায় মিলে যায়। অন্তরার "ঠিক থাকে গো আঁখি"র স্থলে এখানে "ঠিক থাকে না আঁখি" কথান্তর আছে।

সিদ্ধান্ত : খাতায় লিপিবদ্ধ গানটি মৌলিক পাঠ (কম্পোজিট টেক্সট) রূপে গ্রহণ করা যায়।

রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতায় দেহতত্ত্বমূলক অপর একটি গান (খাতা-১/ গান-২৭) এরূপ :

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পাই।
অমাবস্যা নাই রে চান্দে দ্বি-দলে তার কিরণ উদয়॥
বিন্দু মাঝে সিন্ধু বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চান্দের শূন্যপুরী
সেহি তো তিল প্রমাণ জায়গায়॥
যেথা রে সে চন্দ্র ভুবন
দিবা-রেতের নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলি সঞ্চারে সদায়॥
দরশনের দুখ হরে
পরশনে পরশ করে
এমনি সে চান্দের মহিমে
লালন ডুবে ডোবে না তায়॥[৩]

বানান শুদ্ধ করে উল্লেখ করা হল।

বাংলার বাউল ও বাউল গানে এর বেশ পাঠভেদ লক্ষ করা যায়। এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

অনেক ভাগ্যের ফলে চাঁদ কেউ দেখিতে পাই।
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তার বারাম উদয়॥
যেথা রে সে চন্দ্র ভুবন,
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদায়॥
বিন্দুনালে সিন্ধু বারি,
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি,
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী,
সেই তো তিনি প্রমাণ জানাই॥
দরশনে দুঃখ হরে,
পরশনে সোনা করে,
এমন মহিমা সে চাঁদের
লালন ডুবে ডোবে না তায়॥[৪]

প্রথমত অন্তরা ও সঞ্চারী স্তবক দুটির স্থান-বদল হয়েছে। দ্বিতীয়ত শব্দগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে – যথা ধুয়ার 'কিরণ' স্থলে 'বারাম', অন্তরার 'বিন্দু মাঝে' স্থলে 'বিন্দুনালে', 'শূন্যপুরী' স্থলে 'স্বর্গপুরী', 'সেহি তো তিল প্রমাণ জায়গায়' স্থলে 'সেই তো তিনি প্রমাণ জানাই', সঞ্চারীর 'সঞ্চারে' স্থলে চঞ্চলা', আভোগের 'পরশ' স্থলে 'সোনা', 'এমনি সে চান্দের মহিমে' স্থলে 'এমন মহিমা সে চাঁদের'। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পাঠটি অর্থগত দিক থেকে অধিক সংগত। ছন্দের খাতিরে আভোগের তৃতীয় চরণটির পাঠ 'এমন মহিমা সে চাঁদে রে' হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনসুরউদ্দীনের হারামণি ৫ম খণ্ডে গানটি বিকৃতভাবে সংকলিত হয়েছে।

অনেক ভাগ্যেরও ফলে সে চান্দকেই দেখিতে পায়।
অমাবস্যা নাই সেই চাঁদ, দ্বিদলে তার কিরণ উদয়॥
বিন্দু মাঝে সিন্ধু বারি
অধর চান্দের স্বর্ণপুরী
আরো আছে কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
আছে বিজলী চটক তায়॥
দরশনে দুঃখ মরে
পরশনে পরশ করে
এমনি সে চান্দের মহিমায়
অধীন লালন ডুইবা ডোবে না তায়॥[৫]

হারামণির ৫ম খণ্ডের গানগুলোর সংগ্রহ সম্বন্ধে মনসুরউদ্দীন বলেন, "এই গানগুলো ফরিদপুর জেলার চর টেপাখোলা গ্রমের মুসলমান বয়াতী মঙ্গল প্রামাণিকের কাছ থেকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ আবুল কাসেম ফজলুল হক এলএমএফ সংগ্রহ করেন। জনাব মঙ্গল বয়াতী ঢাকায় আমার বাসায় আসেন এবং কিছুকাল থাকেন। তাঁকে ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে গান করার জন্য সভায় ডাকা হয়। তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। এই গানগুলো যেমন শোনা গিয়েছে তেমনি লেখা হয়েছে। কোন প্রকার রদ-বদল করা হয় নি।"[৬]

গানটির ধুয়া ও আভোগে কথান্তর নেই বললেই চলে। অন্তরার প্রথম দুই চরণের সাথে সঞ্চারীর শেষ দুই চরণ যুক্ত হয়ে একটি স্তবক গঠন করেছে। উপরন্তু কিছু বাড়তি শব্দ ও কথান্তর আছে। তথ্য-দাতার স্মৃতিচ্যুতির কারণে এরূপটি হয়েছে. তাতে সন্দেহ নেই। ভনিতার শেষ চরণে 'ডুইবা' শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণের ফল। কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুযায়ী 'ডুবে' হওয়াই সংগত।

সিদ্ধান্ত : মনসুরউদ্দীনের অন্তরা-সঞ্চারীর মিশ্রণজাত অসম্পূর্ণ ও বিকৃত পাঠটি গ্রহণযোগ্য নয়।

স্মৃতিচ্যুত হলে শিষ্যের মুখেও কী ধরনের রূপান্তর ও বিকার ঘটে, তার পরিচয় নিম্নের গানটিতে লক্ষ করা যায়; এটি রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত গানের খাতায় (পাতা-১/ গান-৯৩) আছে :

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়, ঐ দেখে ঝরে আঁখি॥
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই,
রূপ কেমন দেখি না ভাই,
এ তো বিষয় ঘোর দেখি।
চিনাল পেলে চিনে নিতাম,
যেত মনের ঢুকঢুকি॥
পুষে পাখি চিনলাম না,
এ লজ্জা তো যাবে না,
আজ উপায় করি কি।
পাখি জানি কখন যাবে উড়ে,
ধুলি দিয়ে দুই চোখি॥
আছে নয় দুয়ার এই খাঁচাতে,
যায় আসে পাখি কোন পথে
চক্ষে দিয়ে রে ভেলকি।
সিরাজ সাঁই কয়,
বয়ে লালন রয়
ফাঁদ পেতে ঐ পথ-মুখী॥[৭]

একই গান করুণাময় গোস্বামী *প্রবাসীর* ১৩২২ সনের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "জনৈক মুসলমান ঘরামীর নিকট হইতে সংগৃহীত; বাড়ী নদীয়া জেলায়।"[৮] লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গানের খাতা সংগ্রহে ও লেখক কর্তৃক সরজমিনে লোকমুখ থেকে সংগ্রহের সময়ের ব্যবধান নেই বললেই চলে।

করুণাময় গোস্বামীর সংগৃহীত গানটি এরূপ :

হায় চিরদিন পুষলাম আমি কি এক অচিন পাখী।
বেদ-পরিচয় দেয় না রে পাখী, সদায় ঝরে আঁখি॥
আট-কুঠুরীর খাঁচাতে
কোন সন্ধানে যায় আসে
(দিয়ে ঝাঁকি)।
কোনদিন যেন যাবে ছেড়ে পাখী
দুই চোখি॥
পাখী বুলি বলে শুনতে পাই,
রূপ কেমন তা দেখি নাই,
করি কি উপায়;
চেনালে পেলে চেনাইতাম
যেত রে ধুকধুকি॥[৯]

গানটির চরণ ও স্তবক বিন্যাসে বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথম গানের সঞ্চারী ও আভোগের অংশবিশেষ মিলে দ্বিতীয় গানের অন্তরা গঠন করেছে; তা ছাড়া পদবিন্যাসেও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। পূর্বের গানের অন্তরা এ গানের দ্বিতীয় স্তবক রচনা করেছে। ভনিতা লোপ পেয়েছে। উভয় গানে ধুয়ার চরণদ্বয় মোটামুটি অভিন্ন। সুর-কাঠামোটিও বজায় আছে। কিন্তু বাণী যেভাবে বিকৃত হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় পাঠ অতীব বিভ্রান্তিকর। এ কারণে পাঠটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আত্মতত্ত্বমূলক অপর একটি গান উল্লেখ করা হল; এটিও রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত গানের খাতায় আছে।

এ দেশেতে এই সুখ হল
আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা
জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কার বা আমি, কেবা আমার
প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাই তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি॥
আর কি রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চান্দের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বহি এ পাপের তরণী॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজন-গুণে
লালন বলে, কতদিনে
পাব সাঁইর চরণ দুখানি॥[১০]

হারামণি ৫ম খণ্ডে এ-গানের দুটি পাঠ সংকলিত হয়েছে। ধুয়া ও অন্তরায় সামান্যই পাঠভেদ আছে। সঞ্চারী ও আভোগ স্তবক স্থান-বদল করেছে, কিছু কথান্তরও আছে।

এই দেশে মোর এই সুখ হল
আবার কোথায় যাই না জানি।
পেয়ে এই ভাঙ্গা তরী
জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কি হলো রে এ ভুবনে,
হীন হইলাম ভজন বিনে,
না জানি আর কতদিনে
বা'বো পাপের এই তরণী॥

এহি তো পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চান্দের কি দয়া হবে?
লালন বলে, কতদিনে পাব
গুরুর চরণ দুখানি॥[১১]

এই গ্রন্থের অপর পাঠটিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বলা যায়, এখানে মূল পাঠের রূপান্তর ঘটেছে। পাঠটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

এই দেশে মন এই সুখ হল
আবার কোথায় যাই না জানি।
পেয়েছে এক ভাঙা নৌকা
জনম গেল ছেঁচতে পানি॥
কোথায় আমার, কোথায় আমি
কতদিনে লাগবে ঘাটে
আমার এই পাপের তরণী॥
আইসাছি এই পাপী ভবে,
কবে দয়াল চান্দের দেখা হবে,
আমার কতদিন এই হালে যাবে
আমার বেয়ে এই পাপের তরণী॥
এই ভবসিন্ধু পাড়ি দিতে
আমার মনে বড় ভয় লেগেছে;
অধীন লালন বলে, কতদিনে
পাবো সিরাজ সাঁইর চরণ দুখানি॥[১২]

অন্তরার স্তবকটি অসম্পূর্ণ; উপরন্তু ছন্দ ও মিলের অভাব আছে। আভোগ স্তবকটি সম্পূর্ণ নতুন; এখানেও ছন্দ ও মিলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকটা ফ্রি স্টাইলে এই পরিবর্তন ঘটেছে। মুখে মুখে পরিভ্রমণের ফল তা। এই পাঠ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

সিদ্ধান্ত : রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত গানের খাতার পাঠটি আদি পাঠ ও সঠিক পাঠ।

আর একটি গানের উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করবো। এর যে দুটি পাঠ পাওয়া গেছে, তা মূল পাঠ থেকে অনেক দূরবর্তী। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য মূল পাঠ নির্ণয় করা হয়েছে। *লালন-গীতিকার* ৯ নং গানটি এরূপ :

কোন দেশে যাবি মন, চল দেখি যাই
কোথা পীর হও তুমি রে।
তীর্থে যাবি, সেখানে কি পাপী নাই রে॥

ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়;
আপন মনের বাঘে যাহারে খায়
কে ঠেকায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ষোল জন,
তারা সদাই করে জ্বালাতন;
যথা যাবি তথায় ঘটাবে রে॥
পাগল (ও কেউ) ভ্রমি পথে
পথ না খুঁজে পায় রে।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোরও বুদ্ধি নাই রে॥[১৩]

সঞ্চারী ও আভোগ স্তবক দুটি অপূর্ণ ও অশুদ্ধ রূপে সংগৃহীত হয়েছে। চরণ লোপ পাওয়ায় স্তবকের চরণে অসমতা এবং অন্ত্যমিলের বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। *হারামণি* ৫ম খণ্ডে এর একটি রূপান্তরিত পাঠভেদ পাওয়া যায়। গানটি এরূপ :

কোন দেশে যাবি মোনা বল দেখি যাই রে॥
গয়া কাশী মক্কা মদিনা
যেয়ে কেহ ফক্কায় পড় না;
ভাব কি মন তীর্থধামে
সেখানে কি পাপী নাই রে॥
বেবাদী তোর দেহে সকল
দিবানিশি বাধায় রে গোল;
যেথায় যাবি সেথায় পাগল
আজ তোরে কে ঠেকায় রে॥
কেও ভিসুরে বারো-বসে তেরো
তাও তো সদায় শুনে ফেরো;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরও
বুদ্ধি কি নাই রে॥[১৪]

এখানে ধুয়ার দ্বিতীয় চরণটি নেই। আভোগের প্রথম চরণের অর্থ স্পষ্ট নয়। অন্তরার প্রথম দুটি চরণ অভিনব। উভয় গান অবলম্বনে একটি সম্ভাব্য পাঠ এভাবে নির্ণয় করা যায় :

কোন দেশে যাবি মন,
চল দেখি যাই রে।
ভাবছো কি তীর্থধামে

পাপী কি নাই রে॥
কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়;
আপন মনের বাঘে যাহারে খায়
তারে কে ঠেকায় রে॥
বিবাদী তোর দেহে সকল
দিবারাত্রি বাধায় রে গোল;
যেথায় যাবি সেথায় পাগল
পথ খুঁজে না পায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ষোল জন
তারা সদাই করে জ্বালাতন;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোরও বুদ্ধি নাই রে॥

আলোচনা থেকে বোধ হয় স্পষ্ট হয়েছে যে, লালনের যেসব গান সংগৃহীত হয়েছে, তার সব কিছু নির্বিচারে বিশুদ্ধ ও মৌলিক বলে গ্রহণ করা যায় না। যেসব গানের একাধিক পাঠ প্রকাশিত হয়েছে, সেসব একত্রে বিচার করে মূল পাঠ (composite text) নির্ণয় করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নচেৎ ভুল পাঠ দ্বারা লালনকে ভুল বুঝার আশঙ্কা থেকে যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২২, পৃ. ২০৭
২. সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, *লালন ফকির : কবি ও কাব্য*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২০৫-০৬
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ৫৬
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২॥/
৭. *লালন ফকির : কবি ও কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০-৫১
৮. *প্রবাসী*, ভাদ্র ১৩২২, পৃ. ৬৪১
৯. *প্রবাসী*, ভাদ্র ১৩২২
১০. *লালন ফকির : কবি ও কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-৪৯; *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
১১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত, *হারামণি*, ৫ম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ.৬
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬
১৩. মতিলাল দাস, *লালন-গীতিকা*, কলিকাতা, ১৯৫৮, ৯ নং গান।
১৪. *হারামণি*, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭